তিমির-প্রভা

শ্রীসুধীরকুমার গোস্বামী, বি, এ,
প্রণীত।

মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

তিমির-প্রভা

আঁধার দেখায়ে দেয় আলোকের পথ,
দুখই সে বলে' দেয় স্বরগের বাণী;
তাই আমি আঁধারেতে খুঁজি মনোরথ,
দুখকেই বুকে ধরে' সুখ বলে' মানি।

নিবেদন।

কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল ভাব ছন্দোবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে গুলিকে যে কোন দিন কবিতা-আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিব এরূপ দুঃসাহসিক অভিপ্রায় আমার কল্পনাতেও কদাচ স্থান পায় নাই। কিন্তু মনুষ্য-হৃদয় দুর্ব্বল। কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে অভিভূত হইয়া এরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইলাম। তাঁহাদেরই সাহায্যে পুস্তিকাখানির মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

ইহার অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতা চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার রচনা, অর্থাৎ লেখকের বয়ঃক্রম তখন বিংশতি বৎসর অতিক্রম করে নাই। এতজ্জন্য লেখক প্রবীণ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি আশা করিতে পারে; যদিও সাহিত্য জগতে সহানুভূতি অতীব দুর্লভ।

প্রথম কবিতাটি, ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে, "ভারতীতে" "আকাঙ্ক্ষা" অভিধানে এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দাস-গুপ্তের নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ বেনামির নজীর অনেক আছে। তথাপি ভূতপূর্ব্বা "ভারতী"-সম্পাদিকার নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে, প্রকাশক শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না; তাঁহার সহৃদয়তা ও সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ইতি—

খিদিরপুর,
২৮শে শ্রাবণ, ১৩২২।

বিনীত—
শ্রীসুধীরকুমার গোস্বামী।

উৎসর্গ।

সোদরপ্রতিম বাল্য-সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় চৌধুরী, এম্. এ,

করকমলেষু—

সখে,

জীবনের পরভাতে এক কুঞ্জবনে
গে'য়েছিনু এক গান আমরা দু'জনে;
একটি বাতাস এল, সে বাতাস-ভরে
ভেসে' তুমি চলে' গেলে দূর দূরান্তরে
গাহিতে নূতন গীতি। ঠাঁই ঠাঁই মোরা
র'য়েছি অনেক দিন; লাগিবে কি জোড়া
ভেঙে' গেছে' যে রাগিনী? কে বলিতে পারে?
যাহা হো'ক ভুলি নাই কভু ত তোমারে;
মনে আছে সব কথা ছবিটির প্রায়;
যদি কভু দেখা হয়, কহিব তোমায়।

খিদিরপুর,
২৮ শ্রাবণ, ১৩২২।

সূচীপত্র।

তিমির-প্রভা।



পরাণের সাধ।

ভোগের বাসনা ঘুচা'লে আমার,
ত্যাগের মহিমা শিখা'লে না ;
জ্ঞানের গরব বিনাশিলে মোর,
ভক্তির সুধা পিয়া'লে না ;

মিথ্যা আমার দিলে সব মুছে',
সত্যের কিছু জানা'লে না ;
জীবনের সাধ টুটিল আমার,
পরাণের সাধ জুটিল না !

——:o:——

অখণ্ড।

একটি কবিতা-মাঝে দেও তুমি ধরা,
হে বিশ্ব-পরাণ!
মিটুক অতৃপ্ত তৃষা,
উড়ে যা'ক মায়া-মৃষা;
আনন্দ-সাগরে মোর
ডুবে' যা'ক প্রাণ।

হৃদয়ের ভাঙাচোরা মলিন ফলকে,
নিরমল সুপবিত একটি ঝলকে,
ফুটে' উঠ হে জগৎ-জ্যোতিঃ
হাসিতে ভরিয়া যা'ক
সব স্মৃতি, অনুরাগ,
জ্বলিয়া হউক ক্ষয় অহমিকা-মতি।

পূর্ব্বে ও পরে।

১।

উৎসব-ময় সুখের বাসর;
দীপের মালায় শোভিছে আসর;
হাসির ফোয়ারা, গানের লহর
ছুটিয়াছে অবিরত:

থরে থরে লুটে কুসুম-বিলাস ;
আতর-গন্ধে পবন সুবাস ;
রূপের ঝলক, ভাবের আভাষ
খেলে চপলার মত ;

দাঁড়া'য়ে ছিল সে একধারে সরে' ;
নয়নে অশ্রু পড়ে'ছিল ঝরে' ;
বলে'ছিল ভয়ে অস্ফুট স্বরে
কি যেন আমার পানে ;—

বাজিয়া উঠিল ঝণ্ ঝণ্ ঝণ্
যন্ত্রের বোল, নূপুর-নিক্কণ ;
ছুটিল মদিরা ;—তা'র নিবেদন
পশিল না মোর কাণে।

২।

গভীর নিশীথ, ভীষণ আঁধার ;
গগনে বাতাস করে হাহাকার ;
শ্মশানে জ্বলি'ছে অনল চিতার,
আমি সে চিতার পাশে ;

পুড়ি'ছে চিতায় জীবনের আশা,
হৃদয়ের ছবি, মরমের ভাষা,

প্রেমের ভরসা, রূপের পিয়াসা,—
আকাশে তারকা হাসে;

আলুথালু বেশে এল সে শ্মশানে,
ডাকিল আমায়—কেন কেবা জানে;
চাহিলাম আমি ক্ষণ তা'র পানে,
কি যে কহিলাম জানি না;

ধীরে, অতি ধীরে গেল সে চলিয়া,
বাতাসের সুরে গাহিয়া গাহিয়া;
পরাণ আমার উঠে চমকিয়া—
"আমি ত জগৎ চাহি না।"

—:o:—

আহ্বান।

কে মোরে অলক্ষ্যে থাকি' ডাক থেকে থেকে,
জীবনের ভ্রান্ত পথে?—বদ্ধ ক্ষ্যাপা আমি
সংসারের সৈকতে খুঁড়িতেছি বালু,
উদ্দেশ্য-বিহীন,—নহে গুপ্ত-মণি-তরে;
মনে হয়, অর্থহীন এই অকাজেতে
কাটি'ছে মনের দুখ, হৃদয়ের তাপ
জুড়া'তেছে কিছু।

কিন্তু কে তুমি সুন্দরি,
কল্পনার ছায়ালোকে ভেসে' ভেসে' যাও ?
পরিচিতা যেন তুমি ;—যবে এক দিন
সুদূর বালক-কালে নিদাঘের সাঁঝে
চে'য়েছিনু ওপারেতে স্নিগ্ধ-মন্দালোকে
আলিঙ্গনে জড়ীভূত তরুরাজি-পানে ;
আকাশে উঠিল চাঁদ, ফুটিল তারকা,
তরল জ্যোছনা-ধারা লাগিল ঝরিতে
উন্নত-বিটপি-শিরে, লতা-কিসলয়ে,—
কে যেন উল্লাস-সুরে বাতাসে বাতাসে
গে'য়ে গেলে সুধামাখা স্বপনের গান ;
চাহিনু আকাশ পানে, চাহিনু প্রান্তরে,
পাইনু আভায শুধু—যেন পরিচিতা ;
মুক্তহৃদে মন্ত্রমুগ্ধ ফিরিলাম গৃহে।

বাল্যকাল হ'ল গত ; যৌবন-সঙ্গমে
কাঁপিল মরম-তার ; অজানা বাসনা
উঠিল রক্তিম রাগে রঞ্জিয়া মানস।
মনে আছে, একদিন বাসন্ত নিশীথে
সুপ্তিমগ্না ছিল ধরা, জেগে' ছিনু আমি ;
খুলিয়া গৃহের দ্বার বাহিরিনু পথে ;—
ধীরি ধীরি বহে বায়ু ঝরিয়া মুকুল
পূর্ণতায় আকুলিত চূতশাখী হ'তে ;

চলিনু অজানা টানে বনবীথি দিয়া
বিস্তৃত-প্রান্তর-পানে; মনে হ'ল, সেথা
উন্মুক্ত-গগন-সাথে মিশা'ব বাসনা;
আইনু প্রান্তরে,—স্তব্ধ অসীম আকাশে
পুঞ্জীভূত তমোরাশি,—বিন্দু বিন্দু তারা
হাসি'ছে নীরব হাসি, সুপ্ত শিশু যথা।
কে তুমি গাহিলে গান করুণ বেহাগে?
সম্মুখেতে ভেসে' গেল রূপের হিল্লোল,
ভাবের লহর,—স্নিগ্ধ দুটি নয়নের
কৃষ্ণতারা-ভাতি, পূর্ণ এক হৃদয়ের
প্রণয়-সুষমা। বাহু দিনু বাড়াইয়া
আলিঙ্গিতে রূপরাশি, ফেলি' দিনু খুলি'
মরমের ভগ্ন দ্বার প্রেমধারা-আশে;—
শূন্যে র'ল মুক্ত বাহু, মর্ম্ম র'ল খোলা;
অঞ্চলের স্পর্শ শুধু চকিতের মত
দিয়ে মোর তপ্ত দেহে মিশে গেলে দূরে
আকাশের অন্ধকারে তারকার পাশে;
চির-পরিচিতা তুমি—ভাবিলাম আমি;
শূন্যহৃদে মন্ত্রমুগ্ধ ফিরিলাম গৃহে।

তা'রপর, একদিন শারদ প্রভাতে
পূরব-গগন-পটে অরুণের ভাতি
হ'তেছে প্রকাশ ক্রমে, বিহগ-কাকলী
উঠিতেছে জেগে'; মুক্ত-বাতায়ন-তলে

আছিনু বসিয়া আমি;—পূজালয় হ'তে
এল কাণে শানাইয়ের ললিত-ভৈরবী
আবাহনী গীতি ; যেন মুহূর্ত্তে আমার
খসে' গেল হৃদয়ের বেদনার ভার;
অসংখ্য আলোকে যেন উঠিল ফুটিয়া
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা এক মানস-মন্দিরে
লয়ে মৃদু চারু হাসি। পূর্ণ-হৃদে আমি,
যেন মাঙ্গলিক ঘট, রহিনু পড়িয়া।

সেই মোর পরাণের পূর্ণ অনুপ্রাণ,
সেই মোর হৃদয়ের বিগলিত প্রীতি,
দিনে দিনে গে'ছে কেটে'; প্রাণহীন আমি
কত দিন তা'রপর খুঁজে'ছি তোমায়
শক্তিহীন-যন্ত্র-সম,—বিফল নয়নে
চাহিয়াছি বরিষার ঘন-আবরণে,
কেশর-কদম্ব-দামে, প্লাবন-প্রবাহে,—
চাহিয়াছি হৈমন্তিক শিশির-আসারে
অভিষিক্ত, উচ্ছ্বসিত জোছনা-আলোকে;
পে'য়েছি সুষমা তব, নহে দরশন,
পে'য়েছি আভাষ তব, নহে পরশন।

ভগ্ন মোর প্রাণমন, শরীর অবশ,
মলিন হৃদয়-ফুল;—ক্ষুব্ধ দুরাশায়

জ্বলিয়া হ'তেছে ক্ষয় জীবনের বাতি;
এই ত সময়, দেবি, আকাশ হইতে
করিতে আহ্বান মোরে। এস, এস কাছে
পিপাসার বারি মোর, বুভুক্ষার সুধা,
নিত্য-কৌতূহল-প্রিয়া প্রেয়সি আমার;
ফুটাও জীবন-বৃন্তে বিশুষ্ক কোরক,
ছুটাও সুরের খেলা ছিন্ন হৃদিতারে;
এস তুমি প্রেমময়ী কল্পনা-প্রতিমে,
এস তুমি মরমের ঘন-প্রতিকৃতি,
এস তুমি অনাঘ্রাত দুখের সৌরভ,
সুখের জ্যোছনা-রাশি, আশার বর্ত্তিকা;—
ধন্য মোর সত্তা হো'ক, পূর্ণ মনস্কাম।

——:o:——

নদীতীরে।

চাহিবে কি মোর পানে, অয়ি কল্লোলিনি?—
তোমায় বাসি ত বড় ভাল!
হৃদে তব সদা ভাসে যে আনন্দরাশি,
নিরানন্দ প্রাণে মোরে ঢালো।
কোন্ এক দিন হ'তে একটি প্রেমের ধারা
বহিতেছ বিশ্ব-বুকে তুমি,—
কোন্ এক দিন হ'তে একটি বিরহ-ব্যথা
বিশ্ব-মর্ম্মে জাগিতেছি আমি।

নিখিল-কাব্যের মাঝে শোভিতেছ তুমি
মনোহর একটি উপমা,
শিথিল-কাব্যের মাঝে ছন্দপাত আমি
লঘুতায় হ'রেছি গরিমা।
ক্ষুব্ধ আমি, মুগ্ধ আমি, দাঁড়াইয়া আজি
স্নিগ্ধ তব শ্যামল পুলিনে,
মিশা'তেছি, ভাসা'তেছি পরাণের গান
ভাষাহীন তব কলতানে;
ধায় যথা উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত তোমার
নিরুদ্দেশ অন্তহীন দেশে,
যা'ক মোর পরাণের নীরব বেদনা,
ভগ্নস্বর য'াক সেথা মিশে'—
পূর্ণ তব হিয়াখানি উল্লাস-হিল্লোলে সদা,
শূন্য মোর হৃদয়-যমুনা;
তুমি ভাগ্যবতী দেবী, আমি ভাগ্যহীন নর,—
দেও মোরে আনন্দ-নমুনা।

——:o:——

জ্যোছনাতে।

স্নিগ্ধ জ্যোছনার ধারা, স্তব্ধ মহীতল,
নির্ম্মল, নীলিম-ময় গগন-মণ্ডল;
বাজে নিখিলের সুর, হৃদি মোর ভরপূর;
কোথা দূর, কোথা দূর,—খুঁজি'ছে বাসনা,—
কোথায় অপর পার, কোথায় সান্ত্বনা?

কোথায় ব্যথার শেষ, কোথা ভালবাসা?
কোথা পূর্ণ পরিণতি, নাহি কোথা তৃষা?
জীবন-হিল্লোল বয়,— কোথা তাহা পায় লয়?
নাহি কোথা ক্ষয়, ভয়, দুরাশার লীলা?
খসে' যায় কোন্ খানে মরমের শিলা?

হাস তব যত হাসি, তুমি শশধর,
হাসিতে হাসাও ধরা, হাসাও অম্বর;
স্বচ্ছ তব সুধা-হাসে কি যেন কি পরকাশে,
বিলসিত অভিলাষে হৃদি মোর ধায়
রূপের অপর পারে সঙ্গীত যেথায়।

ঢেলে' দেও, ঢেলে' দেও অসংখ্য চুম্বন,
ছিঁড়ে দেও বাসনার কঠিন বন্ধন;—
নীরব হউক ভাষা, হৃদে যত মত্ত আশা,
ভগ্ন হো'ক মোহ-বাসা, মুক্ত হো'ক প্রাণ;
অনন্ত বিরোধ যত হো'ক অবসান।

ভ্রান্ত।

দিন এমনি কি যা'বে চলিয়া?—
জীবন-মার্গে যন্ত্রের মত
এমনি র'বে কি গতি?—

নাহি জানি, কোথা যাই,
চোখে না দেখিতে পাই,
অন্ধ উষ্ট্র মরুতে যেমন
না জানে যায় সে কতি,

অথবা যেমন ভ্রান্ত মেঘের
তুষার-পাহাড়ে মতি,
তেমনি আমার গতি।

তপ্ত আতপে কখনো পুড়িয়া
শীতল লভিতে চাই,
কখনো শীতেতে অসাড় হইয়া
উষ্ণতা-আশে ধাই,

বৃথা খুঁজে' খুঁজে' মরি,
সারাটি জগতে ঘুরি,
জীবন জুড়া'তে চাই আমি যাহা
কভু নাহি তাহা পাই;

নিবারিতে ক্ষুধা না পাই খাদ্য,
মিলিতেছে শুধু ছাই,
ক্ষুধাতে জীবন যায়।

কিন্তু ছিল এ ভাল;
না হয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
জীবনের এই ক্ষুদ্র যাত্রা
কষ্টে দিতাম সারিয়া;

কিন্তু এ কি নেহারি?—
বুঝিতে নাহি যে পারি—
নয়নের 'পর স্বপনের মত
এসে' এ কি যায় সরিয়া?

তমোময় পথে কেন এ বিজলী
চমকে নয়ন ধাঁধিয়া?
কে দিবে আমায় বলিয়া?

——:o:——

কি চাই।

কি বা আমি চাই?—
শুনিতে বাসনা তব কি বা আমি চাই?—
আমি চাই—তোমার অধর-কোলে
মোর সুখ-হাসি,
আমার চোখের জলে
তব দুখরাশি;

আমি চাই—ফুলের সুবাস-মাঝে
বিরহ-বেদন,
মধুর মিলন-গানে
নীরব মরণ।

কি বা আমি চাই?—
আমি যে জানি না, প্রিয়ে, কি বা আমি চাই।—
চাই যেন কভু—মধ্যাহ্ন-গগন-বুকে
তন্দ্রাময় রাতি,
তপত হৃদয়ে মোর
জ্যোছনার ভাতি

স্বপনের সুখ-ঘোরে
সত্যের সীমানা,
বাসনার বদ্ধ হ্রদে
অনন্ত অজানা।

কি বা আমি চাই?

যাহা আমি চাই, তা' ত খুঁজিয়া না পাই।—

আমি চাই—শ্মশানের চিতানলে
আহুতি-অর্চ্চনা
বজ্রের নির্ঘোষ-মধ্যে
সুরের মূর্চ্ছনা,

গরলে অমৃত চাই,
আমা-মাঝে তুমি,
তোমার ভিতরে চাই
নিখিলের ভূমি।

——:o:——

নিষেধ।

প্রণয়িনি, গাহিও না বাসনার গান;
তপ্ত হলাহল মোর ছুটে'ছে শিরায়,
লালসার তীব্রানল দহি'ছে পরাণ,
জীবনের গ্রন্থি বুঝি ভস্ম হ'য়ে যায়;
পার কি গানেতে তব জাগা'তে হৃদয়ে
সেই বিশ্বগ্রাসি-তৃষা, যে তৃষা দারুণ
তৃপ্ত হ'বে বহ্নিপানে অনন্ত নিরয়ে?
গাও তবে রক্ত গান, জ্বালাও আগুন

অক্ষম যগ্যপি তাহে, গাহিও না আর ;
থাক দূরে ; হেরি তব সৌন্দর্য্য মধুর ;
অরুণ-রক্তিমা ভালে জাগাও আবার,
নয়নে খেলাও আলো, উড়াও চিকুর।
বাসনা-বহ্নিতে নিত্য পুড়িতেছি হায় !
শান্তি দেও, শান্তি দেও, পিপাসা না চাই

——:o:——

দিশহারা।

সংসার-সাগর-মাঝে
চলিয়াছি দিশহারা,—
চারিদিকে কুহেলিকা,
কোথা মোর ধ্রুবতারা ?

আসে যেন কোথা হ'তে
ভেঙে' চূরে' গান-শেষ,
একটু আলোক যেন
পশে মোর হৃদি-দেশ ;

পরাণ কাঁদিয়া যায়
কাহার পরশ-তরে !
কি যেন জাগিয়া উঠে
পরাণের স্মৃতি-ঘরে !

সংসার-সাগর-মাঝে
চলিয়াছি দিশহারা,—
যাহারা আমার ভাবি ;
আমার নহে ত তা'রা,—

মায়া মোর ভালবাসা.
বেদনা সুখের ভান,
খুঁজি সেথা স্বাধীনতা
বদ্ধ যেথা মন-প্রাণ!

পরপার তরে আমি
চলে'ছি কি অনিবার?—
এ পারের অন্ধকারে
বাড়ি'ছে জীবন-ভার!

——:o:——

তোমার গান।

দিন-পরে যায় দিন,
বসে' আছি আমি,
শুনিবারে তব গান,
হে নিখিল-স্বামি!

আকাশ আলোক-ভরা,
নীরবে হাসি'ছে ধরা,
কিন্তু কই—গান তব
শুনিতে না পাই,
দিনে দিনে সুব দিন
বিফলেতে যায়।

মনে ভাবি, জ্যোছনার
স্বপ্ন-ঘেরা রাতে,
জেগে' থাকি' আকাশের
তারকার সাথে,
শুনিয়া তোমার সুর
বাসনা করিব চুর,
জ্যোছনার সুরে যবে
পা'বে তুমি গান;
জ্যোছনা-জগতে আমি
করিব প্রয়াণ।

কিন্তু যে জ্যোছনা হাসে
আপনার মনে;
কি জানি তোমার গান
শোনে কি না শোনে

তারকা শিহরি' যায়,
সর্ সর্ বহে বায়,
ধরিতে না পারি তুমি
কোথা গে'য়ে যাও,
আমি শুধু চে'য়ে থাকি—
কবে তুমি গাও।

——:০:——

ভগ্ন দেউল।

নিরজন বনভূমি, সন্ধ্যার আঁধার
বিছায়েছে চারিধারে পক্ষ আপনার;
পাখী-কুল তরুশাখে, কুলায় পশিয়া,
দিন-শেষে শেষবার ল'য়েছে ডাকিয়া
সমবেত কোলাহলে। বিদেশী হৃদয়
হ'ল বড় কুতূহল, চলিনু তথায়
নদীতট রাখি' পিছে। কি সুন্দর ঠাঁই—
গাছে গাছে ঠেকাঠেকি মাথায় মাথায়,
লতাগুল্মে জড়াজড়ি, তৃণে তৃণে বাদ,—
সব যেন শ্যামলিম সুস্নিগ্ধ বিষাদ,—
ঘনীভূত জগতের সর্ব্ব কোমলতা—
ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, করুণা, মমতা
প্রাণ মোর ভরে' গেল; মন্ত্রমুগ্ধ-প্রায়
নিবিড়তা-মাঝে মোর ঢেলে' দিনু কায়

কি দেখিনু সেথা?—চে'য়ে দেখিলাম দূরে
প্রাচীন অশ্বত্থ এক বহুস্থান জুড়ে'
বাড়ায়েছে শাখা-রাজি, নিম্নে পড়ে' তার
ভগন দেউল এক কতদিনকার
ঊর্দ্ধে তুলি' জীর্ণ চূড়া—সশঙ্ক আঁধার
সন্তর্পণে, মূক, স্তব্ধ, ঘিরে' চারিধার;—
প্রাচীন কালের যেন মূর্ত্ত এক প্রাণ
দিবানিশি এক ভাবে করিতেছে ধ্যান,
জগৎ বাহিরে রাখি'; বৈরাগ্য, সাধনা,
আঁধারের রূপ ধরি', করে আরাধনা
ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অনাদি-নিধনে।
অকস্মাৎ ছবি এক মানস-নয়নে
খুলে গেল ভস্ম-মাথা পটের মতন,—
জপ, তপ, যোগ, যাগ, সাধন, ভজন,
লেখা তাহে হোম-ধূম-মসীর রেখায়।
স্তব্ধ হ'য়ে র'নু স্থির-পুত্তলিকা-প্রায়;
অলস ঝিল্লীর ডাকে বাজিল শ্রবণে
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, বিজন কাননে।

কত শত দেবালয়, মণ্ডপ, মন্দির
করিয়াছি দরশন; কখনোত স্থির
হয় নাই এ অশান্ত দুরন্ত পরাণ;
বন-ভূমে শুনিল সে কাহার আহ্বান?

জানে না সে, জানে শুধু, হৃদি, ভগ্ন-আশ,
ভগ্ন দেবালয় হ'তে পে'য়েছে আশ্বাস।

—:o:—

পুরাতন

বল রে নিত্য নূতন কাহিনী,
রে আমার পুরাতন!
ভাবীর আলোক দেও ফুটাইয়া,
রে মোর অতীত-ধন!

বর্ত্তমানের শূন্য হৃদয়
গিয়াছে থামিয়া, কথা নাহি কয়,
রে মোর আঁধার! দেখাও পন্থা
আলোকিয়া ত্রিভুবন।

নীরব মানস কর রে সরব,
রে আমার নীরবতা!
হতাশ পরাণে, রে মোর নিরাশা!
ঢেলে' দেও সরসতা;

সুদূর! এস হে অদূরের কোলে,
অসীম! এস হে সসীমেতে চলে,
মরণ! আসিয়া জীবন-প্রভাতে,
লভ চির-অমরতা।

বন্ধন ও মুক্তি।

কুসুম-বাঁধন হ'তে সৌরভ আকাশে ছুটে;
তটিনী-লহরী-মালা কারণে মিশায়ে যায়;
শিশু-মুখে সুধা-হাসি ক্ষণেক উঠে গো ভাসি,
আবার ঘুমায় তাহা বিলয়ে জীবন পায়;
সুদূর আকাশ-কোণে নীরব তারকা-ভাতি
কেঁপে কেঁপে নীলিমার দিগন্তীত দিকে ধায়;
অসীম তিমির হ'তে জীবন-দীপিকা উঠি'
আলেয়ার মত পুন চোখ ছাড়ি' চলে' যায়।

হে বিশাল অসীমতা, সজীব, চেতনাময়,
নিরাকার, আকার-বহুল,
টেনে' লও এ জীবন সৃজন-লয়ের পারে,
ভেঙে' যা'ক স্বপনের ভুল।

——:o:——

সন্ধ্যায়।

সাঁঝের আকাশ, উদাস-বাতাস
লাগছে বড় ভাল;—

নীরবতায় কত কথা!
মূকের প্রাণে কত ব্যথা!
শূন্য, তোমার আকুলতা
আমার প্রাণে ঢালো;

পাচ্ছি সাড়া কে যেন ওই
বাসে আমায় ভাল

পরাণ-পানে চেয়ে দেখি
সবই আমার কালো ;—

ভগ্ন আমার মত্ত আশা,
হৃদে শুধু বিফল তৃষা ;
কোথায় আমার ভালবাসা ?—
কোথায় আমার আলো ?
আঁধার-ঢাকা সাঁঝের আলো
লাগ্‌ছে আমায় ভাল।

নীরব আঁধার, নীরব আলো
বলছে নীরব কথা,
আকাশ-মাঝে উড়ছে ফিরে
আমার নীরব ব্যথা ;

যাও রে পরাণ ভেঙে' চুরে',
আকাশ-মাঝে বেড়াও ঘুরে',
বাতাস ডাকে করুণ সুরে
তোমার পানে চে'য়ে ;
আঁধার-আলোয় খেলছে যেথায়,
যাওরে সেথায় ধে'য়ে।

বন্ধ নেশা ছাড়্ রে পরাণ,
কাট্ রে আশার ফাঁদ;
আকাশেতে ফুটছে তারা,
উঠছে কেমন চাঁদ!

পড়ে' থাকুক নেশার খেলা,—
ফুরিয়ে যা'বে জীবন-বেলা—
দেখ্ রে চে'য়ে উদাস-মেলা,
উধাও হ'য়ে চল্,
সাঁঝের বেলায় আঁধার-আলোয়
ডুব দে' রে নিতল।

—:০:—

শ্মশানে।

হে কঠোর——করুণ শ্মশান!
তুমি মোর জুড়াও পরাণ;
দারুণ তিয়াসে আমি কত
ঘুরিতেছি পাগলের মত,
সব মিছে, সব মিছে,—আগা-গোড়া ভান;
তুমি মোর তিয়াসের কর অবসান।

হে উদাসী, প্রশান্ত তাপস!
জাগাও এ ঘুমন্ত মানস;—
খেলিছ' প্রেমের খেলা কঙ্কাল লইয়া,
গাহি'ছ প্রেমের গান অনলে পুড়িয়া।

কৃষ্ণ ভস্ম মাখিয়াছ গায়,—
নীরবেতে ডেকে'ছ আমায়;—
দেও, দেব, ভস্মকণা মোরে,
দেও, দেব, আনন্দ কঠোরে;—

দেখাও হৃদয় খুলি' সঞ্চিত যেথায়
সুকুমার শিশুর সুহাস,
বালকের আনন্দ-প্রকাশ,
যুবতীর লাবণ্য-সুষমা,
স্থবিরের গম্ভীর গরিমা;—

সবারে ত প্রেম-ভরে লইয়াছ কোলে
আপনার, জগতের, বিধাতার বলে'।—
হে ধূসর, উন্মুক্ত শ্মশান!
দুখে মোর কর পরিত্রাণ,
ভস্ম দেও, দেও তব গান!

———:০:———

চিতার শিখা।

ওরে চিতার শিখা!
কেমন করে' ঘুচালি মোর
দারুণ অহমিকা?—

আঁধার ভরা শূন্য-আকাশ
হ'য়ে গিয়েছে ফিকা;
পাণ্ডু আলোর পরশনে
প্রণয়-ঘোরে ক্ষণে ক্ষণে
হৃদয়ে মোর উঠ্‌ছে হেসে'
মরণ-বিভীষিকা;—

ওরে ভাবুক কবি!
কেমন করে' এঁকে' দিলি
মৃত্যু-স্নেহের ছবি?—
লক্ লক্ তোর জিহ্বাগুলি
হৃদয়ে মোর বুলায় তুলি;
পরাণ আমার, বিষম কৌতূহলী,
মরণ-প্রণয় মাগে;

ভাবছি শুধু, কবে কখন
চিতার 'পরে করব শয়ন,
নিবে যা'বে কবে দেহের জ্বলন
চিতার শীতল আগে।

ওরে প্রেমিক শিখা!
শিশু যে, তা'র চোখের 'পরে,
বালক যে, তা'র গালের 'পরে,
ভালবাসা-প্রণয়ের তোর
দিস্‌রে প্রথম রেখা ;—

কিন্তু যবে আসনে তোর
আমি ল'ব স্থান,
প্রথম চুমু দিস্ রে বুকে
করিস্ নাক আন।

———:o:———

বাদল দিনে।

আকাশেতে জমিয়াছে মেঘ,
হৃদয়েতে জমিয়াছে দুখ,
গে'য়ে লও একটি সঙ্গীত,
এই বেলা আছে ভরা বুক।

জীবনের নানা কাজ-মাঝে
কত দিন আসে, কত যায়,
কে তাদের করে সংবর্দ্ধনা,
কে তাদের দেয় গো বিদায়?

মাঝে মাঝে একটি দিবস
আনে যেন দূরের কাহিনী,—
নয়নেতে বহে যায় নীর,
কাণে বাজে নূতন রাগিনী—

হৃদয়ের বদ্ধ অভিলাষ
অকস্মাৎ তোল পাড় করি',
সাগরের তরঙ্গের মত
দূরান্তরে কোথা যায় সরি'।

আজিকার সায়াহ্ন-গগনে
ঘন ঘন গরজি'ছে ঘন,
শন্ শন্ ছুটিয়াছে বায়,—
কি যেন ভাবি'ছে মোর মন;—

নাহি তার আদি অন্ত কিছু,
কোন খানে অর্থ নাহি তা'র,—
কল-কল-ছল-ছল-স্মৃতি—
ছড়ায়ে পড়ে'ছে চারিধার,

বরষার নদীরই মত
দিকে দিকে গিয়াছে তা' ভেসে,
মাঠ, ঘাট, ঝোপ, ঝাড়, বন
জড়া'য়ে ধরে'ছে ভালবেসে';—

নাহি বাধা, নাহি কোন সীমা ;
ভেসে যায় কৃষকের গীতি,
ভেসে যায় ভেকের সঙ্গীত,
উল্লসিত ছেলেদের প্রীতি,—
অতীতের তিমির ভেদিয়া
চলিয়াছে দূর দূরান্তরে।—
ডেকে যায় বরষার মেঘ,
ঝর্ ঝর্ বারিধারা ঝরে।

——:০:——

সুখ-দুঃখ।

গাহিতে পরাণ চায়,
কি গাহিব জানি না ;
বুক-ভরা কত কথা,
মুখে ত তা' ফুটে না।
জীবনের কত সুখ
কত দুখে জড়ায়ে,
জীবনের কত খেলা
স্মৃতি-ভ্রমে হারায়ে !
কতবার কাঁদিয়াছি,
হাসিয়াছি কতবার,—
সব মোর এলোমেলো,
সব মোর একাকার।

নীরব আকাশতলে
নিশীথের অন্ধকারে
ব্যথিত হৃদয় যবে
কেঁদে উঠে বারে বারে,
অমনি মনেতে আসে—
কবে যেন কা'র মুখে
একটি হাসির রেখা
ফুটে' উঠেছিল সুখে,
সে হাসির আলোকেতে
পে'য়েছিল যেন লয়
জগতের যত শোক,
যত ঘৃণা, যত ভয়।

চাঁদের জ্যোছনা যবে
জগৎ ভাসায়ে দেয়,
স্বপন-আবেশ-বশে
হৃদয় মূরছা যায়,
অখিল ধরণী খানি,
একটি গানের প্রায়,
বিপুল আবেগ-ভরে
পরাণে মিশিতে চায়,
অমনি জাগিয়া উঠে
স্মিরিতির লীলা-ঘরে—

আঁখিজল কা'র যেন
কবে পড়ে'ছিল ঝরে,'
নিবেছিল তারা, চাঁদ,
রবির কিরণ-রাশি,
নিবে'ছিল জগতের
সব যেন সুখ-হাসি।

জীবন-সাগর-বুকে
জীবের হৃদয়-ভেলা,
সুখ-দুখ-ঢেউ-'পরে,
কতই করয়ে খেলা;
কখনো সোণার আলো
তুফানে তুফানে ফুটে,
কখনো আঁধার ঝড়
আকাশ আবরি উঠে,
মাঝী কত হাসে, কাঁদে,
কত ডাকে, কত গায়,
সময় হইলে তরী
আপনি লুকায়ে যায়।

ঢেউ চলে, ঝড় উঠে—
কিন্তু কি সুন্দর খেলা!
সুখ-দুখময় কিবা
বিরাট আনন্দ-মেলা!

আপনার সুখ-দুখ
ত্যাগ কর, ওরে প্রাণ,
ভাঙা সুরে গে'য়ে যাও
অনন্ত-মিলন-গান।

—.o:—

ভাষা।

এস ভাষা, বরষার বরিষণ-প্রায়,
ছুটে' এস গানের সাগরে ;—
মানস-সরসে মোর সোণার কোরক
ফুটিয়া উঠুক থরে থরে।

কত গান শুনিয়াছি, গাই নাই কভু,
পাশে তাই ঘুরি'ছে বাতাস,
বন-তরু, নদীজল, মাগিতেছে গান,
চে'য়ে আছে বিরাট আকাশ।

এস ভাষা, কাননের সৌরভের মত
উড়াইয়া সৌন্দর্য্যের সার,
এস ভাষা, গোধূলির আঁধারের মত
হৃদয় জুড়িয়া একবার ;

ডুবাও আপন সুরে গাছের মর্ম্মর,
তটিনীর কুলু-কুলু-রব,

রজনীর ব্যাকুলতা, দিবসের ব্যথা,
মানবের দুখের গৌরব;—
পশ গিয়া প্রতি হৃদে, প্রতি মরমেরে
প্রাণ ভরে' কর আলিঙ্গন,
ভালবাস, প্রেম দেও, প্রতি দুখে দুখে
দিয়ে যাও প্রণয়-চুম্বন।

——;o:——

মরণ-বিলাস।

কি সুন্দর মুখখানি! কিবা শান্ত ভাব!
কেন—যেন মনে হয়, মুদ্রিত ও চোখে
খেলি'ছে বিশ্বের আলো, শুষ্ক ও অধরে
চাপা আছে নিখিলের সুধাময় হাসি;
আছে যেন মিশে' ওই পাণ্ডুর বদনে,
মরণের ছায়া হ'য়ে, অনন্ত জীবন।
মৃত্যু! তুমি নহ ক্রূর; যে সৌন্দর্য্যে তুমি
সাজায়েছ বালকের নগ্ন দেহখানি,
নহে কি তা' স্বরগের স্বরহীন ভাষা,
বিশ্বময়ী করুণার আলেখ্য নির্ম্মল?
কি সুন্দর প্রভাতের নবীন আলোক!
কি সুন্দর জগতের জীবন-প্রবাহ!
কিন্তু মোর মনে লয়, আরও সুন্দর
জীবন মরণ দোঁহে প্রেম-আলিঙ্গনে।

মৃত্যু-উৎসব।

হাসিয়া সে গিয়াছে চলিয়া ;
হৃদে তার অহরহ
জলে ছিল দুখানল,
জানে নাই তাহা কেহ,
বুঝেনি তাহার ছল ;—
হাসির আড়ালে অশ্রু ছিল লুকাইয়া ;
হাসিয়া সে গিয়াছে চলিয়া।

কাঁদিত সে মরমের মাঝে ;
আপনার দুখে কেন
কাঁদাবে সে জগতেরে ?
আপনার বিষে কেন
কলুষিবে অপরেরে ?
কেন না সে সেজে যা'বে সংসারের সাজে ?
কাঁদিত সে মরমের মাঝে।

কেঁদ না, কেঁদ না তা'র তরে ;
সে যে কভু কাঁদে নাই
পাছে কাঁদি মোরা ;—
চিতাতে চালিয়া দেও
ফুলের পশরা,—
ফুলের হাসিটি তা'র ছিল যে অধরে !
কেঁদ না, কেঁদ না তা'র তরে।

দূর-যাত্রা।

ছপ্ ছপ্ ফেল্ দাঁড়,
পাল দে' রে তুলে'
চলুক তরণী মোর
ঢেউয়ে হেলে দুলে,
ঘাট-পরে বাঁক ঘাট,
গ্রাম পরে গ্রাম,
দিন-পরে দিন,—ওরে
দিস নে বিরাম;
নাহি মোর অবসর,
যা'ব বহু দূরে,
গে'তে হ'বে গান মোর
প্রাণমন পূরে'।

কত মাঠ, কত বন
আছে রে পড়িয়া,
সকলি হৃদয়ে মোর
ল'ব রে আঁকিয়া;
খেলিতেছে দুই ধারে
আলোক-আঁধার;
বুঝে' পড়ে' নিতে হ'বে
ছবিটি তাহার;

চাহিব না পিছু আর
ডাকিব না কা'রে',
ডেকে'ছে আমায় যে'রে
জগতের পারে।

বুকেতে নিয়েছি ভরি'
সুখ দুখ যত,
ভরসা, হতাশা, ভয়,
স্নেহ, ঘৃণা কত,
সংসারের শত হাসি,
সহস্র রোদন—
কুড়ায়ে নিয়েছি মোর
ছড়ান জীবন;—
উঠুক না কালো ঝড়,
ফুলুক তুফান,
গেয়ে' যা'রে সারী গান,—
দাঁড়ে দে' রে টান॥

———:০:———

মাতৃভূমির প্রতি।

হে মোর বঙ্গ জননি !
এ মরু-হৃদয়ে তোমারই ফুল
উঠে'ছে ফুটিয়া আপনি ;
তোমারেই যদি না বাসিনু ভাল
কি কাজ এহেন জীবনে ?
তোমারি চরণ করিব স্মরণ,
ঘিরিবে যে দিন মরণে।

আঁধার হৃদয়ে আসিয়াছি একা
তোমার স্নেহের কোলে ;
অকাজ সাধিয়া, আঁধার হৃদয়ে
যা'ব পুনরায় চলে' ;
নাহি খেদ তায়— বদনে তোমার
দেখে'ছি আলোর রেখা,
মরমের মাঝে পেয়ে'ছি খুঁজিয়া
সোণার ছবিটি লেখা।

মুদিব নয়ন যবে,
শেষ সে পলকে ম্লান-আঁখি-পরে
উদিত বারেক হবে
রঙীন আলোকে ঘনীভূত তব
স্বর্ণ-মূরতি-খানি ;

জীবনের মোর সব দিনগুলি
কহিবে একটি বাণী,
গাহিবে একটি গান;
রূপেতে তোমার ভরিয়া উঠিবে
শূন্য আমার প্রাণ।

——;o:——

বিশ্ব-দর্পণ।

প্রভো! বিশ্ব-জগৎ-ভিতরে কেবল
একটি জনারে চাই,
যাহার ভিতরে বাহিরে চা হয়া, শুধুই
তোমারে দেখিতে পাই,—

যাহার মুখের উপর খেলিবে সতত
তোমার চাঁদিমা ব্যাতি,
যাহার নয়ন-যুগলে হাসিয়া যাইবে
তোমার বিজলী-ভাতি,

যাহার অঙ্গে অঙ্গে বিপুল রঙ্গে
নাচিবে তোমার জল,
যাহার কণ্ঠ-বীণায় ফুকারিবে শুধু
তোমার বিহগ-দল,

যাহার অধর-কুসুমে ফুটিয়া উঠিবে
জগতের স্নেহ যত,
যাহার অশ্রুবিন্দু সিঞ্চিবে মরু
তোমারি মেঘেরই মত,

যাহার হৃদয়-সরসী হইবে আরসী
বিশ্ব ধরিয়া বুকে,
যাহে নেহারিব আমি তোমার মুরতি
পাপে, তাপে, সুখে, দুখে।

———:o:———

নিস্ক্রমণ।

বাঁচ্‌তে যদি চাস্‌ রে ক্ষ্যাপা,
থাক্‌তে যদি চাস্
উড়িয়ে দে' রে জীবন-ধ্বজা
বিশ্ব-জগৎ-মাঝ ;—

দেখ্‌ রে কেমন মেঘের সারি,
চল্‌ছে আকাশ ছে'য়ে,
দেখ্‌ রে কেমন ঢেউয়ের রাশি
যাচ্ছে সাগর বে'য়ে,

পাগল হ'য়ে বাদল বাতাস
ছুট্‌ছে জগৎ ভরে';

ওঠ্ রে ক্ষ্যাপা, ছুট্ দিয়ে যা'
থাকিস্ নাক' মরে'।

হাসে হাসুক ফুলগুলি ওই,
কাঁদে কাঁদুক নদী,
হাসি-কাঁদায় জঙ্গলেতে
বাতাস হবি যদি,

উড়িয়ে দে'রে দুখগুলি তোর,
উড়িয়ে দে'রে সুখ,
উড়িয়ে দে'রে ছিন্ন হৃদয়,
ভাবনা-ভরা বুক,

উড়িয়ে দে' তোর সাধের গড়ন
ভেঙে চুরে দূরে;
উড়িয়ে দে'রে দেহের বাঁধন,
নিজে যা'রে উড়ে।

বাতাস হ'য়ে ছোট্ রে ক্ষ্যাপা,
আগুন হ'য়ে ছোট্—
কুটীর-মাঝে, প্রাসাদ-মাঝে
বনের মাঝে লোট্;

বাতাস হ'য়ে ছোট্ রে ক্ষ্যাপা,
সাহস হ'য়ে ছোট্,
ধানের ক্ষেতে, ঘাটে, মাঠে
হাজার হ'য়ে ওঠ্ ;—

আঁধার-আলোয় ভরা জগৎ
মিলন-বাধার মেলা ;
আঁধার-আলোর আলো যে তুই,
মেলায় যে তুই খেলা।

মেলার মাঝে খেলা রে তুই,
হেলার খেলা নয় ;—
নাই এ খেলায় ধূলার পুতুল,
নাই রে মৃত্যুর ভয় ;

আছে এতে ব্যথার মাঝে
প্রাণের আবেদন,
সুখের মাঝে দুখের আলো,
সুখের মহারণ ;

আছে এতে স্বজন-দোলায়
অন্তহারা দোল,—
নীরব গানে দেয় রে ঠেকা
চরাচরের গোল ;—

চল্ রে ক্ষ্যাপা, চল্ রে পাগল
পাগল-জগৎ-মাঝে,
আত্মপরের বাঁধন ভেঙে'
চল্ রে ধেয়ে কাজে।

ভগ্ন সুর।

রে মোর পরাণ,
কি হ'বে কাঁদিয়া?—
বৃথা দিন যায় চলিয়া;
ভগন বীণাটি
লও পুন তুলি',
ছেঁড়া তার লও জুড়িয়া।

এতদিন শুধু
শুনে'ছিলি গান
সাধের সাজানো বাগানে,
আয় মোর সাথে
মোহনার ধারে
কি গান শুনিবি সেখানে!

প্রভাত সেখানে
গিয়াছে মিশিয়া
সাঁঝের স্বর্ণ-আঁধারে,
পূর্ণিমা-চাঁদ
করিয়াছে আলো
সুগভীর অমা-নিশারে,

নদী-কল্লোল,
সাগরের রোল
এক গানে সেথা মিশে'ছে

পাখীর কূজন,
বালকের হাসি,
এক স্রোতে সেথা ভেসে'ছে।

রে মোর পরাণ,
ভোল্ রে অতীত,
মুছে, ফেল্ সব দাগ,
তোর তরে যে রে
রহিয়াছে পড়ে'
বিশ্ব-গানের ভাগ ;

আপনা পাশরি
জুড়ে' দে'রে তোর
ভগ্ন বীণার সুর,
থাকিবে না দুখ,
লভিবি শান্তি
শাশ্বতী সুমধুর।

——:o:——

নিশীথে।

এই ত সময়—
আপনারে ভুলিবার, নিরজনে ভাবিবার,
এই ত সময়।
জগৎ আঁধারে ঢাকা, পট যেন মসীমাখা
বায়ু মৃদু বয়;
এই ত সময়।

বসে' যেন একা আমি
পারের কিনারে;
নীরব সঙ্গীত বাজে
জগতের পারে;
দিবসের কান্না-হাসি
কোথা যেন গে'ছে ভাসি
শূন্যময় স্রোতে
অজানিত পথে।

ঘুমন্ত ধরণী হ'তে
নিখিলের প্রাণ,
আকাশেতে ছুটে' যেন
কি গাহি'ছে গান;
অনন্তের বুকে তারা
হয়েছে আপন-হারা
মাতৃ-কোলে শিশুর সমান।

কেন রে কাঁদিস দুখী
দুখের তাড়নে?
উদ্‌ভ্রান্ত কেন রে জীব
বাসনা-ছলনে?
ভেঙে ফেল্‌ হৃদি-দ্বার,
চেয়ে দেখ্‌ পরপার
আপনার পারে;
ভোল্‌ আপনারে।

সুখ, দুখ, ঘৃণা, ভয়,—
বৃথা আন্দোলন!
প্রেমের পবিত্র খেলা
বিশ্বের জীবন;
জীবনে প্রেমের খেলা,
মরণে প্রেমের খেলা—
বিরোধে বিরোধে আছে মধুর মিলন,
অণুতে অণুতে আছে ধর্ম্ম সনাতন।

——:o:——

দার্শনিক বন্ধুর প্রতি।

করিবে কি বিশ্লেষণ মানব-হৃদয়
বিচার-ছুরিকা ল'য়ে?—বাঁধিবে কি তুমি
ব্রহ্মাণ্ড-প্রকৃতি ক্ষুদ্র তর্কের জালে?—
অণু-পরমাণু-মাঝে যে আনন্দ-জ্যোতি,
যে অনন্ত চেতনতা, চাও তুমি তাহা
মাপিবারে ভ্রান্তিহীন বুদ্ধি-তুলা দিয়া?—
বিফল প্রয়াস তব—হেন মনে লয়।
অসীম এ বিশ্ব-কাব্যে যে প্রেমের খেলা
আশা-তৃষা-সুখ-দুখ-বিরহ-মিলনে,
জীবনে মরণে, সদা যুগ-যুগান্তরে
ছুটিয়াছে কর্ত্তব্যের বৈজয়ন্তী ল'য়ে,
সে প্রেমের রস যদি চাও ভুঞ্জিবারে,
দেও খুলি' হৃদিদ্বার, ভুলে' যাও ভাষা,
বিজ্ঞানের পরিভাষা, দর্শনের জ্ঞান,
বিচারের উপহাস। ভক্তি-প্রেমে শুধু,
জেন সখে, প্রকাশিত হয় অপ্রকাশ
অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের ভাবময়ী সুধা,
অতীন্দ্রিয় সঙ্গীতের বিশ্বময় তান।

——:0:——

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

গে'য়েছিনু একটি রাগিনী
রাগিনীটি গিয়াছি ভুলিয়া ;
ভাঙা সুর আসে মনে,
হৃদি-তার ক্ষণে ক্ষণে
কাঁপি', পুন যায় গো থামিয়া।

এঁকেছিনু একখানি ছবি,
রঙ তা'র গিয়াছে মুছিয়া ;
উষার সোণালি ছটা,
বরষার ঘন-ঘটা
হেরি' প্রাণ উঠে গো কাঁদিয়া।

বেসে'ছিনু এক ভালবাসা,
পরাণের সব হাসি দিয়া ;
ছড়ায়ে তা' পড়িয়াছে
সারাটি জগৎ-মাঝে,
ফিরি আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

——:o:——

অভিজ্ঞতা।

গভীর নিশীথে সুপ্তির কোলে
দি'ছেনু শরীর ঢালিয়া,—
সহসা কি যেন পশিল শ্রবণে,
চমকিল প্রাণ জাগিয়া ;

তড়িত্তাড়িত ব্যক্তির মত
বসিনু শয্যা-'পরে,
শুনি, রাজপথে শববাহী লোক
"বল হরিবোল" করে।

ভাবিনু বসিয়া—জগৎ-পাতার
সুমধুর হরিনাম,
যে নাম-পরশে মরমের তারে
জেগে' উঠে সুখগান,

সেই নাম পুন সেই এক তারে
কেন দেয় এই দোলা ?
জীবন, মরণ, বিস্ময়, ভীতি
বেসুরে কেন এ তোলা ?

ভাবিতে ভাবিতে সুপ্তি পরশে
ঢুলিতে লাগিল আঁখি,

থাকিয়া থাকিয়া "বল হরি-বোল"
দিতেছিল হৃদে ঝাঁকি ;
ক্রমে দূর হ'তে দূর-তরে যবে
মিশিতে লাগিল বুলি,
শুনিতে শুনিতে সুপ্তির কোলে
পড়িতে লাগিনু ঢুলি' ;—

সকল বেসুর দূরে গেল চলে',
জাগিল সুখের সুর ;
সংশয় গেল, বুঝিনু সুঠিক—
হরিনাম সুমধুর।

——:০:——

প্রভাত-তারা-দর্শনে।

জ্বলিতেছ ঝিকিমিকি
পূরব-গগন-কোলে.
হে প্রভাত-তারা,
বিমল তোমার জ্যোতি
পশে'ছে হৃদয়ে মোর,
তুলিয়াছে সাড়া ;

ভুলিয়াছে অতীতের
বিস্মৃত করুণ সুর,
সুষুপ্ত বেদনা,

ফুটায়েছে যাদু-বলে
নব ভাবে পুরাতন
বিশুষ্ক বাসনা ;

হৃদয়ের এক কোণে
যতনে যা' রেখে'ছিনু
অতি সঙ্গোপনে

নীরব চোখের জলে,
ব্যর্থতার উষ্ণ শ্বাসে,
নিত্য আরাধনে,

হেরি' তোমা, কেন যেন,
অতীতের সে পিপাসা
উঠিল জাগিয়া,

থাকিবে না বদ্ধ হ'য়ে
ক্ষুদ্র হৃদি-কারাগারে
আপনা ভুলিয়া,

ছুটিবে সে তব ঠাঁই,
আপন জনের তরে
অনন্ত আকাশে,

আনন্দে মিশায়ে দিবে
আপনার সত্তাটুকু
অরুণ-বিকাশে।

অয়ি প্রভাতের তারা,
কোমল বারতা তব
শুনিয়াছি ভবে,

সমগ্র জগৎখানি—
বৃক্ষলতা, জলবায়ু—
দাঁড়া'য়ে নীরবে;

সৌন্দর্য্যের সুখরাশি
পুলকের পরশনে
উঠে'ছে কাঁপিয়া;

পরাণের রুদ্ধ দ্বার,
অরুণ-রক্তিমা লাগি',
গিয়াছে ভাঙ্গিয়া;

নিভৃত তিমির-রাজ্যে
পশিয়াছে কৌতূহলে
দুরন্ত আলোক,

গড়ে'ছিনু স্বপ্নে যাহা
ভাঙিল সকলি তাহা—
যত সুখ শোক;

আপনার মাঝে যেন
চিনিলাম আপনারে
তোমার প্রসাদে;

প্রণমি তোমারে, তারা,
অনন্তের বার্ত্তাবহ,
আহ্লাদে বিষাদে।

——:o:——

বিষাদানন্দ।

পরাণে আমার যত দুখরাশি
গাহি'ছে বীণার গান;
তারায় তারায়, পাতায় পাতায়
ঝঙ্কৃত তা'র তান;—

গাহিতেছে সদা আকাশের কথা
স্বদূরের পানে চেয়ে',
বাসনা ছিঁড়িয়া বেদনা আমার
চলে রে কোথায় ধেয়ে' !

পরাণে আমার যত দুখরাশি
হাসি'ছে ফুলের হাসি ;
দূর দিশি হ'তে অজানা বাতাস
হৃদয়ে এসে'ছে ভাসি' ;—

খণ্ড খণ্ড যত ভালবাসা
বাসিয়াছি এতদিন,
সব একাকার গিয়াছে মিশিয়া,
কোথায় হ'য়েছে লীন !

———:o:———

তুমি।

তোমারেই দেখে'ছিনু বলে'
খুলে' গে'ছে জগতের দ্বার,
মানস-নির্ম্মাণ মোর গিয়াছে টুটিয়া,
নব নব আলো-শিশু উঠে'ছে ফুটিয়া,
পরাণের অভিলাষ পড়ে'ছে লুটিয়া
চারিধার ;
খুলে' গেছে' জগতের দ্বার।

তোমারই নীরব চাহনি
বলিয়াছে ভাষাহীন কথা,
তাইতে শুনে'ছি ভাষা গগনে, পবনে,
প্রান্তরে, নদীর তটে, গহনে, কাননে,
বিশ্বের হৃদয় ভাঙি' এসে'ছে শ্রবণে
কত কথা—
অতীতের আকুল বারতা।

তোমারই হাসিটি হাসিয়া
স্রোত-মাঝে দিয়াছি সাঁতার,
তারা, চাঁদ হেসে' হেসে' চলে'ছে ভাসিয়া,
কূলে কূলে ফুলগুলি উঠে'ছে ফুটিয়া,
দিকে দিকে সুর-রাশি উঠি'ছে জাগিয়া
বার বার ;
স্রোত-মাঝে দিয়াছি সাঁতার।

কল্পনা-সাথে।

আয় রে আমার জীবনের ধন,
আয় রে আমার চোখের তারা ;
বুকে ধরে' রাখি তোরে,—
জীবন আমার হো'ক রে সারা।

কুসুমরাশি ফুটে যেথায়,
সুবাস ছুটে হাওয়ার সনে,
পালিয়ে মোরা যাই রে সেথা
গাইতে গীতি আপন মনে ;

পথের মাঝে ঘিরুক আঁধার,
ডাকুক জলদ মাথার 'পরে
পড়ুক ধারা ঝর্ ঝরিয়ে
ঝঞ্ঝা ছুটুক রুদ্র স্বরে,

জগৎ-মাঝে উঠুক তুফান
এপার ওপার ছাপিয়ে দিয়ে,—
জীবন আমার ভাসিয়ে দিব
হৃদয়-'পরে তোমায় নিয়ে।

সুখ-মদিরা করব না পান,
কাঁদব না আর দুখের ভারে,
ভাঙব আশার সোণার কাঠি,
জগৎ-পানে চাইব না রে,—

দেখব শুধু অনিমেষে
তোমার চারু শুভ্র হাসি,
বিশ্বালয়ের ওপার হ'তে
শুনব শুধু সুরের রাশি;—

সময় যবে আসবে ঘনে',
তোমার পানে রইব চেয়ে,
নয়ন আমার বুঁজিয়ে দিও
শান্ত শীতল চুমু দিয়ে।

———:o:———

হৃদয়-আকাশ।

হৃদয় আমার হো'ক রে আকাশ,
মিশুক সেথা আঁধার আলা,
শনশনিয়ে উড়ুক বাতাস,
বেড়াক ভেসে মেঘের মালা;
উঠে সেথা পাখীর কথা
দিকে দিকে যাক্ রে ছুটে,
জগৎ-খানি জড়িয়ে আমি
সাগর-মাঝে পড়ি লুটে'।

হৃদয় আমার হো'ক রে আকাশ,
বাসনা মোর হউক তারা,—
হাসুক কেবল, কাঁদুক কেবল
নীরব রাতে নিমেষ-হারা ;—
গাছের তলে শু'য়ে যেথায়
অনাহারী রুগ্ন দুখী,
মায়ের কোলে স্নেহের পুতুল
সুপ্ত যেথায় শিশু সুখী,
বাতায়নের নিরালেতে
মুগ্ধ যেথা নবীন যুগল,
নদীর ধারে শ্মশান-ঘাটে
জ্বলছে যেথা চিতার অনল,—
মোর আকাশের তারার আলো
যা'ক রে সেথা ভেঙে' চুরে',
জগতে যা কান্না হাসি
তাইতে আকাশ উঠুক পুরে'।

——:o:——

ভগ্ন কানন।

কেন, প্রভো, পাঠাইলে কাননে তোমার?
দুরন্ত বালক আমি—দুষ্ট-ব্যবহার।
প্রবেশিয়া মত্ত ভাবে সাজানো বাগানে
ছিঁড়িলাম ফুল ফল যেখানে সেখানে;
যত্নে যাহা রচে'ছিলে বহুদিন ধরে'
উপাড়িনু তাহা সব আক্রোশের ভরে;
বেঁধে'ছিলে বেড়া যেথা সবুজ লতায়
ঘিরিয়া কমলবন, পশিনু তথায়,
ছিন্ন ভিন্ন করি' বেড়া কাটিনু নখরে
কোমল কমল-কলি স্নিগ্ধ সরোবরে।
কত গান, বসি ডালে, গে'তেছিল পাখী;
মধুকর, মধুপানে পুষ্পরেণু মাখি',
সমধুর গুঞ্জরণে নবীন আলোকে
উড়িয়া বেড়াতেছিল মাতিয়া পুলকে;—
ভীত হ'য়ে মোর ভয়ে উড়ে গেল সব,
উদ্যান তোমার, প্রভো, হইল নীরব।

আগে কেন জানি নাই, বুঝি নাই নাথ?
গাহিতাম তব গান তব পাখী-সাথ,
তোমার ফুলের মত হাসিয়া হাসিয়া
পড়িতাম ভূমিতলে নীরবে ঢলিয়া!

বৃথা এবে অনুতাপ, বিফল রোদন;
ক্ষমা কর মোরে, প্রভো, দেও শ্রীচরণ।

——:o:——

ক্ষুদ্র বেদনা।

যতনে সাঁঝেতে সাজিটি ভরিয়া
তুলে'ছিল ফুল বালিকা,—
যুই, জাতি, বেল, টগর, গোলাপ,
রজনীগন্ধা, শেফালিকা;

মনে ছিল তা'র, গাঁথিবে মাল্য,
দিবে পুতুলের গলে;
ঘুম এল চোখে, কেটে' গেল নিশি
সুখ স্বপনের ছলে।

প্রভাতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বালা
চলিল খেলার ঘরে,—
দেখিল সেথায়, সরস কুসুম
শুকায়েছে সাজি-পরে;

বিষাদে ঢাকিল মুখখানি তা'র
বহিল অশ্রু নয়নে ;
সাজি হাতে করি চলিল বালিকা
পুন সেই ফুল-কাননে ;

ঢেলে' ফেলে' দিল ফুলগুলি তা'র,
শূন্য হইল পাত্র,
শূন্য হইল ক্ষুদ্র হৃদয়,—
জানিল বিধাতা মাত্র।

——:o:——

শ্যামের বাঁশরী।

যমুনার কূলে কুঞ্জ-কাননে
বাজিত শ্যামের বাঁশরী,
গোপীজন-হিয়া মুগ্ধ আবেশে
ছুটিত সকলি পাশরি ;

সুরের লহরী উঠিত আকাশে
হাসিত চন্দ্র হরষে,
পুলকিত তারা অসীমের ক্রোড়ে
সে সুর-তড়িৎ-পরশে ;—

শুভ্র জলদ ক্ষিপ্র পক্ষে
বহিত সে সুর নাচিয়া;
চঞ্চল বায় আপনা ত্যজিয়া
যে'ত সেই সুরে মিশিয়া,

শুনি' সেই সুর ভুলিত গরিমা
তুঙ্গ ভূধর-গণ,
ধ্যানেতে বসিত,— পাষাণ গলিয়া
হইত প্রস্রবণ;

মাতিত তাহাতে বিহগ-নিচয়,
দিশহারা হ'য়ে ছুটিত,
কাঁদিয়া যমুনা যাইত বহিয়া,
বীচি-রাশি তটে লুটিত।

ভেব না, রে মন, চির-দিন তরে
গিয়াছে সে সুর চলিয়া;
যায় নাই তাহা, আছে ও থাকিবে
সারাটি বিশ্ব ব্যাপিয়া;

ডাকি'ছে সে সুর "রাধা রাধা" বলে'
প্রতি জীবাত্মা-মাঝারে,
গাহি'ছে সতত— "এস এস তুমি,
ভালবাসি বড় তোমারে;"

কত যে অগাধ বিরহ-বেদনা
মূরছিছে তায় গলিয়া,
কত যে অসীম মিলনের প্রীতি
রহিয়াছে তাহা ভরিয়া,

কত যে পুলক, কত যে বিষাদ,
কত যে ভরসা, ভয়,
কত যে তৃষ্ণা, কত যে তৃপ্তি,
কত যে সৃজন, লয়!—

কাল-যমুনার পরতে পরতে
মধুর রাগিনী ভাসি'ছে,
শ্মশানে, মড়কে, প্রলয়ে, বজ্রে
এক তান শুধু উঠি'ছে।

সুপ্তির ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়ে
কেন জীব ভীতি পাও?
শুন সুমধুর বিশ্বের গান,
আপনার গান গাও।

——:o:——

বাল্মীকির প্রতি।

হে প্রাচীন, হে অমর কবি-শিরোমণি!
লহ মোর প্রণিপাত। অতীত-আঁধারে
এখনো নেহারি তব মহিমা-উজ্জ্বল
প্রশস্ত-ললাট-'পরে দীর্ঘ জটাভার,
প্রতিভা-চকিত-আঁখি, শুভ্র-অভ্রসম-
শ্মশ্রু-প্রসাধিত তব বদন মণ্ডল।
কি শান্ত মূরতি! কিবা স্নিগ্ধ মহাভাব!
শত শত আন্দোলন ধরণীর বুকে
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি' গিয়াছে চলিয়া;
কবি শুধু গাহিয়াছে আনন্দের গান—
ত্যাগের বিমল সুখ, কর্ত্তব্য-গরিমা।
হে ঋষি-প্রধান! আমি অজ্ঞানের শিশু,
কৈতবের ক্রীড়নক, পদ-জ্যোতি তব
ফুটাও হৃদয়ে মোর,—মিনতি চরণে।

———:o:———

প্রকৃতি।

জননি গো! লও তব শান্তিময় ক্রোড়ে
অশান্ত বালকে তব। ভ্রান্ত চেষ্টা মোর
কর নিবারণ; ডেকে লও, কথা কও,
স্নেহ দেও, হৃদে ঢালো অফুরন্ত প্রেম,
অসীম আনন্দ। চঞ্চল বিকারে আমি
তব ক্রোড় হ'তে গিয়েছিনু বহু দূরে,—
ভুঞ্জিনু কেবল, দেবি, দারুণ পিপাসা,
শত দুঃখ, শত ক্লান্তি, শত উত্তেজনা,
পরিবর্ত্তে তার। সঞ্চিত রেখে'ছ তুমি,
সন্তানের তরে, অকৃত্রিম ভালবাসা,
তাহা ভুলি'—মূঢ় আমি—ঘুরিলাম বৃথা।
ঢাক, দেবি দয়াময়ি, অঞ্চলে তোমার
দুরন্ত সন্তানে; গাও শ্রবণে তাহার
শান্তিময় শ্রান্তিহরা ঘুমের সঙ্গীত।



অনাথ বালক।

কেউ তা'র নাই বলে', সকলে আপন তা'র,
গৃহ তা'র নাই বলে', জগৎ করে'ছে গৃহ ;
ডাকিবে না কেউ তারে ? শুধা'বে না একবার ?
পা'বে না সে এতটুকু কা'রো ভালবাসা-স্নেহ ?

সে যে মনে করে, চাঁদ স্নেহে তা'রে দেয় আলো
পাখিগুলি ডেকে কত তা'র সাথে কথা কয়,
ছল্ ছল্ করি' জল তা'রে কত বাসে ভাল ;—
মানব তাহারে ভাল বাসিবে না ?—কভু হয় ?

সে যে শুধু করে গান পথে, মাঠে, বনে বনে—
"এ জগৎ বড় ভাল, প্রেমময় ত্রিভুবন ;"
সরল বিশ্বাস সে যে পুষিয়াছে মনে মনে—
প্রকৃতির মুগ্ধ শিশু, দেবতার প্রিয়ধন।
চলে'ছে সে পথ ধরি', ফিরা'য়ো না তারে আর,
সে কভু ভ্রমেতে নয়, ভ্রম আমা সবাকার।

——:o:——

কর্ত্তব্য-দেবতা।

উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হ'তে নেমে এস
কর্ত্তব্য-দেবতা! রক্ত পরিচ্ছদ তব
কর পরিহার; মুছে' ফেল ভস্মরাগ;
সিন্দুরাক্ত ত্রিশীর্ষক করহ নিক্ষেপ!

দুর্ব্বল হৃদয়, দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ হেরি',
হয় হতাশ্বাস; হেরিয়া রুদ্রাণী-মূর্ত্তি
পায় বড় ত্রাস; ভাবে, তুমি কপালিনী
কঠোর আহ্বানে ডাকিতেছ নর-গণে
দিতে সবে বলিদান নিশিত কৃপাণে,
ছিন্ন মুণ্ড হ'তে ল'য়ে তপ্ত-রক্ত-ধারা
তর্পিতে আগ্নেয়-গিরি।

হীনবল আমি
নিম্ন-উপত্যকা-ভূমে করি বিচরণ
শূন্যমনা সদা;—শ্যামল শস্যের ক্ষেত্র
অনিল-হিল্লোলে হিল্লোলিত চারিধার,
গাহে কত বিহঙ্গম, ঝর ঝর ঝরে
বহে' যায় নির্ঝরিণী, ভেসে' যায় চাঁদ,
চে'য়ে থাকে তারা, উঠে পুন দিবাকর,—
এ সবার মাঝে আমি মিলনের গান
খুঁজিতেছি বহুদিন, খুঁজিয়া না পাই।

এক দিন ভয়ে ভয়ে প্রদোষের কালে
চাহিয়া দেখিনু ওই শিখরের পানে—
প্রেত-সম ফিরিতেছে জলদের পাল,
একটি তারকাভাতি দূরতম হ'তে,
ভ্রান্ত পথিকের মত, এসে'ছে ভুলিয়া
তুষার-মরুতে শুভ্র তুষারের রাশি
উঠে'ছে হাসিয়া সুবিকট অট্টহাস;
উচ্চে, নিম্নে উভপার্শ্বে দিগন্ত-শূন্যতা,
অলস, মূর্চ্ছিত, রিক্ত মাতালের মত,
পড়ে'ছে ঢলিয়া অন্তহীন গভীরতা-
মাঝে; তাহার ভিতরে দাঁড়াইয়া তুমি;—
প্রাণ মোর উঠিল কাঁপিয়া—কপালিনী!
নিষ্ঠুর! নির্ম্মম!—কিন্তু ভেঙে' গেল ভুল;
বসন-আড়ালে তুমি বাজাইলে বীণা,
পাষাণ প্রাচীর ভেদি' ভেসে' এল গান
অবশ শ্রবণে মোর; কাঁদিলাম আমি,
চারিধারে একসুরে উঠিল কাঁদিয়া
শ্যামল শস্যের রাশি, বিটপী, ব্রততী
গিরি-স্রোতস্বতী; সুদূর নগর হ'তে
স্তব্ধ কোলাহল উঠিল কাঁদিয়া উর্দ্ধে
ব্যাপিয়া আকাশ। মিলনের গান আমি
পেনু এতদিনে।

নেমে এস শৃঙ্গ হ'তে
কর্ত্তব্য-দেবতা! ভেঙে' দেও দুর্ব্বলের
ভীতি, দূর করে' দেও মোহান্ধের ভ্রম;
এস হেথা, গে'য়ে যাও সুরের লহর
শ্যামল-লহর-মাঝে;—উঠুক ফুটিয়া
কুঞ্জপুঞ্জ থরে থরে দিগন্ত ছায়িয়া,
সমীরণ ল'য়ে যা'ক নগর-দুয়ারে
শিখরের, পাষাণের কোমল বারতা।

——:o:——

ভিন্ন প্রণয়।

"তোমার ও মুখখানি হৃদয়ে ধরিতে চাই,
তোমার নয়ন-'পরে নয়ন রাখিতে চাই;
দিন যা'ক, রাত যা'ক,
যুগ যুগ চলে' যা'ক,
মোরা দুটি থাকি যেন এক যাই এক ঠাঁই।"

"আমার হৃদয়ে যেন তোমার বেদনা পাই,
আমার বেদনা যেন আমাতেই থেকে' যায়;
তুমি যদি রও সুখে
আমিও রহিব সুখে,
তুমি যদি রও সুখে, মরি—তাহে দুখ নাই।"

——:o:——

প্রার্থনা।

আঁধার আমায় ঘেরে ঘিরুক, নাইক ক্ষতি তায়,—
তোমার আলোর তরে যেন সদাই আমি চাই ;
অগাধ জলে ডুবি, ডুবি, নাইক কোন ভয়,—
তোমার তরীর তরে যেন দৃষ্টি আমার রয় ;
সকাল হ'তে দুপুর রাতে,
ভগ্ন হৃদয় ল'য়ে সাথে,
কেঁদে' আমি বেড়াই যদি, নাইক, প্রভু, ডর,—
থেকে থেকে ভাবি যেন কোথায় তোমার ঘর।

———:o:———

পরিণাম।

কাম হ'তে উপজয় প্রেম ও ভকতি,
ক্রোধ হ'তে জন্ম লভে তেজ ও শকতি,
লোভ হ'তে অনুরাগ হয় সঞ্চারিত,
মোহ হ'তে আবির্ভূত তদ্গত-চিত,
মদ হ'তে এক-আত্মা-বোধ-পরিণতি,
মাৎসর্য্যের পরিণাম ভেদাভেদ-রতি।

———:o:———

যে দিবস গিয়াছে চলিয়া।

(টেনিসন্)

আঁখিজল, বৃথা আঁখিজল,—জানি নাক কিবা অর্থ তা'র ;
আঁখিজল, গভীরতা ভেদি' যেন কোন স্বর্গ্য হতাশার,
উথলিয় হৃদয়ের মাঝে, জড় হয় নয়নে আসিয়া,
শরতের হাসিমাখা মাঠ যখনই দেখি গো চাহিয়া,
যখনই ভাবি মনে মনে যে দিবস গিয়াছে চলিয়া।

জগতের তল হ'তে যেন, যে তরণী আনে নিজজন,
পালে তা'র জ্বলে যে কিরণ, তা'র মত কি আছে নূতন ?
যে তরণী জগতের তলে লয়ে যায় ভালবাসি যা'রে,
দুঃখময় শেষ লাল আভা শোভে কিবা তাহার উপরে,
তেমনই বিষণ্ণ, নূতন, যে দিবস গিয়াছে চলিয়া।

আহা মরি ! মুমূর্ষুর কাণে, অন্ধকার নিদাঘ-উষায়,
আধ-জাগা পাখীর প্রথম সুরগুলি যথা প্রবেশয়,
ম্লান তা'র মরণের আঁখি জানালায় রহে গো চাহিয়া,—
ছায়াময় চতুষ্কোণ-প্রায় জানালাটি বেড়ায় ভাসিয়া ;—
তেমনই বিষণ্ণ, অদ্ভুত, যে দিবস গিয়াছে চলিয়া।

——:o:——

প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

(টমাস্ ক্যারিউ)

যেই জন ভালবাসে গোলাপী কপোল,
প্রবালের মত ঠোঁট; তারার মতন
দুইটি নয়ন হ'তে অন্বেষে ইন্ধন
জ্বালিয়া রাখিতে নিজ বাসনা-অনল;
মূর্খ সে!—করাল কাল রূপ কেড়ে' লয়,
সমস্ত বাসনা তা'র পুড়ে' হয় ক্ষয়।

স্থির মন, শান্ত চিন্তা, সংযত কামনা,
সম প্রেমে স্নেহময় সরল হৃদয়,—
যে আলোক জ্বেলে' দেয়, নাহি তা'র লয়,
নাহি তাহে দাহ, তাপ, বিষাদ, বেদনা।
সংযম প্রেমের প্রাণ,—তাই আমি চাই,
রাঙা ঠোঁট করি ঘৃণা, তাহা যেথা নাই।

——:০:——

উচ্চ প্রকৃতি।

(বেন্ জন্‌সন্)

বৃক্ষের মত আকারে বাড়িয়া
উন্নত কভু হয় না নর;
বহু বরষের তরুরাজ পড়ে
জীর্ণ হইয়া পৃথিবী-'পর।

বসন্তের এক ক্ষুদ্র কুসুম
বহুগুণে জেনো ভালো;
একটি রাত্রে বিকাশ, মৃত্যু,
তবু সে যে এক আলো।—

স্বল্প জীবন,— কি বা আসে যায়?
একটি দিন যে ঢের;
একটি দিবস, পূর্ণ হইলে,
পূর্ণতা জীবনের।

——:o:——

সমাপ্ত।

কলিকাতা, খিদিরপুর, ১৩।৫ সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোডস্থ
খিদিরপুর প্রেসে
শ্রীপান্নালাল দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।